যুবক ব্যক্তি এবং তরুণ বিশ্বাসী

তরুণ বিশ্বাসীর বৃদ্ধি

১ম যোহন পুস্তকে নতুন বিশ্বাসী সমন্ধে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। শারীরিক উন্নতির সঙ্গে এর তুলনা করুন। একজন ব্যক্তি যদি শাস্ত্রের এই অংশগুলি ভাল ভাবে জেনে থাকে তাহলে এখানে যোহনের উল্লেখ করা তিনটি বিষয় তাকে খুঁজে বের করতে বলুন। অথবা তারা না জেনে থাকলে তাদের কাছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন।

- একটি শিশুর মত নতুন বিশ্বাসী ও যৌবনে পৌঁছাবার আগে অস্থায়ী কৈশর অবস্থায় পদার্পন করে। জীবনের এই অবস্থায় তারা শক্তিশালী হয়। কারণ তারা কোন মতেই আর শিশু নয়। কিন্তু আবার তারা পূর্ণ বয়স্ক নয়।

- যোহন আবার এই তরুণ বিশ্বাসীদের জন্য (১ম যোহন ২ঃ ১২ - ১৪) এখানে তিনটি বিশেষ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন।

১) ''তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ''। তরুণ বিশ্বাসীদের যোহন এইভাবে বলে তাদের মানি অনুভবগুলির এক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি নিজের অনুভবের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহলে সে নিজেকে পরাজিত ভাববে, অনেক বিশ্বাসী এইভাবে পরাজয়ের গ্লানিতে নিজেদের ডুবিয়ে রাখে। ঈশ্বর বিজয়ী হওয়ার জন্যই তাদের স্থাপন করেছেন। কিন্তু সেই বিজয়ী জীবন যাপন করার পূর্বে একজন তরুণ বিশ্বাসীকে সেই বিশ্বাস যে দৃঢ় হতে হবে। ক্রুশের উপরে যীশু মন্দের উপরে বিজয় ঘোষণা করেছেন। আর আমরা খ্রীষ্টে বিজয়ী হয়েছি।

২) '' তোমরা বলবান''। আবার আগের মতই অনেক বিশ্বাসীরা নিজেদেরকে বলবান ভাবতে পারেনা বরং নিজেদেকে দূর্বল ভাবে। আত্মিক জীবনে তাদের বৃদ্ধি প্রায় ওঠা নামা করে। ঈশ্বর চান তারা যেন অবশ্যই বলবান হয়, কারণ ঈশ্বর এই জন্যই তাদের তৈরী করেছেন।

৩) ''ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে বাস করে''। বিশ্বাসীকে তার শক্তির উৎস সমন্ধে যোহন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, এই শক্তি নিজের মধ্যে নয় কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে সেই শক্তি নিহিত আছে। আমাদের নিজস্ব সামর্থ ও জ্ঞান যথেষ্ট নয়। যদি আমরা মনে করি আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান ও সামর্থ রয়েছে আর এই ভেবে যদি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়ন থেকে বিরত হই তাহলে আমরা অবশ্যই ভুল করছি। প্রতিনিয়ত প্রভুর সঙ্গে সময় কাটানো খুবই প্রয়োজন। এই আলোচনার সময় নিজের জীবন থেকে উদাহরণ দিয়ে আপনার শ্রোতাকে বুঝিয়ে দিন যে, আপনি কিভাবে ব্যার্থ হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা কিভাবে পুনরায় শক্তিশালী হয়েছিলেন।

তরুণ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জন্য লক্ষ্য মাত্রা

কোন বিশেষ বিষয় জানার থাকলে তার উপর নজর ছিল, অথবা তাদের নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করুন।

১) জীবনে এমন কী কোন জায়গা আছে যেখানে আপনি আজও পরাজীত ?

২) খ্রীষ্টিয় জীবনে আপনি কতটা দৃঢ় ? অথবা কি বিষয়গুলি আপনাকে সর্বদা নিরাশ কবে।

৩) কতটা সময় আপনি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নে সময় কাটান ? সেই মূহুর্তগুলো কি আপনার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঈশ্বরের বাক্যের বিশ্বাসের দ্বারাই তরুণ বিশ্বাসীরা জীবনে শত পতিবন্দকতা সত্বেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পিতা পরিপক্ক বিশ্বাসী

পরিপক্ক বিশ্বাসার আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ঃ

আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির প্রতিটি স্তরেই বৃদ্ধি দেখা যায়। যা একজন পরিপক্ক বিশ্বাসীর ক্ষেত্রেও হয়। একজন খ্রীষ্টিয় ব্যক্তি জীবনে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি কখনই থেকে থাকে না।

- কিভাবে একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী তার আধ্যাত্মিক জীবনকে থামতে দেয় না ? আপনি কি কখনো দেখেছেন যা পিতা বলেছেন ১ যোহন ২ ঃ ১২ - ১৪ পদে। আপনি জিজ্ঞাসা করুন কেন যোহন বার বার এই কথাটি বলেছেন। তাদের দরকারী বিষয় যা অন্যদের থেকে পৃথক ছিল। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে ঈশ্বরের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা।
- এখানে ৩ থেকে ৪টি বিষয় দেখ যা পিতাকে অন্যদের থেকে পৃথক রেখেছে।
- পিতা তিনি ফলবন্ত। আমরা সুসমাচার প্রচার করি এবং প্রভুতে অনেককে আনি।
- পিতা হলেন Shapers। আমরা শিষ্য করি। শিক্ষা দিই, মেনটর করি এবং অন্যদের সাবধানও করি।
- পিতাদের ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে হয়। আমরা আমাদের উচ্চতায় বৃদ্ধি পাই না কিন্তু আত্মাতে বৃদ্ধি পাই।
- পিতা তিনি ঈশ্বরকে বেশি করে জানার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পান। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্কের বন্ধনে যুক্ত হই, যিনি আদি থেকেই আছেন।
  যখন আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বুঝবেন, তা আপনি নিজের এক উদাহরণ দিয়ে বলবেন যে আপনি কিভাবে পরাজিত হয়েছেন কিন্তু আবার ঈশ্বরের বাক্যে বলবান হয়েছেন।

পরিপক্ক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর জন্য লক্ষ্য মাত্রা ঃ

যে কোন বিশেষ দরকারের উপর সচেতন থাকতে হবে। যদি জিজ্ঞাসা করতে হয় জিজ্ঞাসা করুন।

১) আপনি কি একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী ?

২) আপনি কি অন্যের কাছে সুসমাচার প্রচার করে থাকেন ?

৩) আপনি কি ঈশ্বরের কোন বিশেষ ব্যক্তির জীবন থেকে শিক্ষা দিতে পারবেন ?

আমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বলি যে, এখানে খুব কম সময় আমরা পিতা কে নিয়ে করবো। যদি বিশ াসীরা পরিপক্ক হয় তা হলে আপনি অধিক সময় তাদের সঙ্গে ব্যায় করুন। ঈশ্বর চান যেন প্রত্যেক বি শ্বাসী এই জীবনের এই স্তরে পৌছায়। আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে দেখি, তখন কি মনে হয় যদি সে সম্পূর্ণ রূপে শারীরিক ভাবে বৃদ্ধি না পায়।

বিভিন্ন অবস্থান তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রভুতে আস্থা রাখেন। এই 'পিতারা' ঈশ্বরের বাক্যকে তাদের জীবনে অনুভব করার জন্য এবং তারা অন্যের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির জন্য দায়িত্ববান।

খ্রীষ্টের ন্যায় হচ্ছেন ? ত
* কিসের উপ* বর্তমানে অ

বষয়টি ... য় করবে।

না মূলত একটি জায়গায় গুরুত্ব দেবে না কো
দিয়েবিশ্বঅনুভব ক ? ছ ?
* তুমি কি এখন* বর্তমা*
র, স্ক্র্যা এবং বিভিন্ন প্রশ্ন দিয়ে চার্টটিকে ভরতে হবে। এই প্রশ্নগুলি হয়তো

আপনি কি নাও ক্ষেপজ
* ঈশ্বরের* জীবনে * তুমি

শিষ্যত্ব পদ্ধতির একটি চার্ট

। হবে না বর আমরা এই অধ্যায় আ
কর ? কেন ঈশ্বর ক্ষমা তৈরী
* তুমি বি* তুমি কি* ঈশ্বর

আঃএখাএইসমসেম্পূর্ণভাবে লাদপর আস্থা, এই বিষয়ে আলোচনা করবে। এ

*আজীবন (*এইকাছে কি প্রমান

অকল্যান্ড ইন্টারনেশানাল ফেলোশিফ এর আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির প্রবাহ

আপনি কোন স্তরে আছেন ? আপনি কিভাবে আরও বৃদ্ধি পাবেন ?